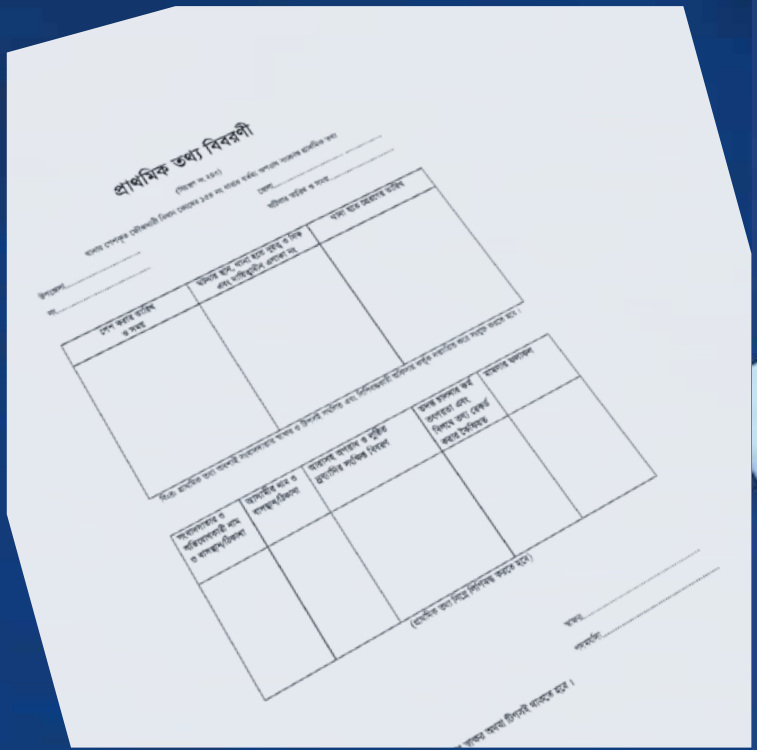

আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন:

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা
হটলাইন: ০১৭৬১ ২২২২২২-৪

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)
হটলাইন: ০১৭১৫ ২২০২২০

জি ডি ও এফআইআর

আপনার অধিকার ও পুলিশের কর্তব্য

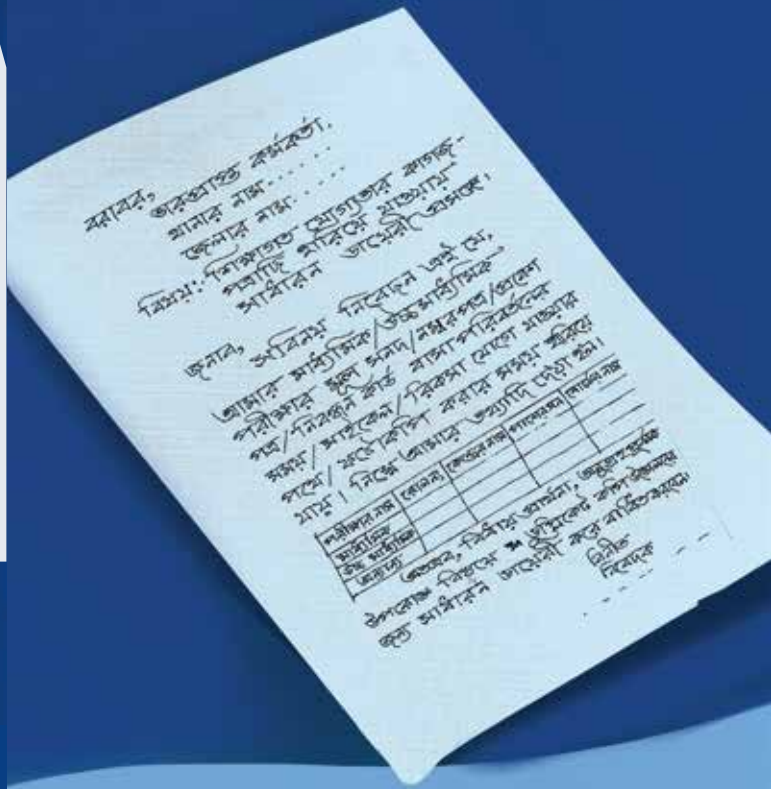

BLAST

CHRI
Commonwealth Human Rights Initiative

ব্লাস্ট ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি জাতীয় আইন সেবা ও মানবাধিকার সংগঠন। সারাদেশে ১৯টি জেলা কার্যালয় ও আইন সহায়তা ক্লিনিকের মাধ্যমে ব্লাস্ট আইন সহায়তা প্রার্থীদের নিম্ন আদালত থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত আইন সহায়তা দিয়ে থাকে। ব্লাস্ট তৃণমূল পর্যায়ে মানবাধিকার সচেতনতা বৃদ্ধি, আইনী পরামর্শ এবং মামলা ও মধ্যস্থতা পরিচালনা করে। অধিকার ও আইনী সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এডভোকেসির অংশ হিসেবে ব্লাস্ট জনস্বার্থে মামলাও পরিচালনা করে। বিস্তারিত জানার জন্য লগ ইন করুন: www.blast.org.bd

© বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)

প্রকাশকাল: আগস্ট ২০১৫

মুদ্রণ: এক্সিকিউট

প্রকাশনায়:
বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)
প্রধান কার্যালয়
১/১, পাইওনিয়ার রোড,কাকরাইল, ঢাকা ১০০০
টেলিফোন: +৮৮(০২) ৮৩৯১৯৭০-২, ৮৩১৭১৮৫
ফ্যাক্স: +৮৮(০২)৮৩৯১৯৭৩
ই-মেইল: mail@blast.org.bd, ওয়েব: www.blast.org.bd

গ্রন্থস্বত্বগত অবস্থান
এই প্রকাশনাটির অংশবিশেষ বা সম্পূর্ণ অবাধে পর্যালোচনা, পরিমার্জনা, পুনর্মুদ্রণ এবং অনুবাদ করা যেতে পারে, কিন্তু তা কোনভাবেই বিক্রয়ের জন্য বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। এই প্রকাশনার কোন পরিবর্তনে ব্লাস্টের অনুমোদন আবশ্যক এবং প্রকাশনাটির যেকোন তথ্য, উপাত্ত ব্যবহারে ব্লাস্টের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে। যেকোন অনুসন্ধানের জন্য ই-মেইল করুন: publication@blast.org.bd

This pamphlet has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this pamphlet are the sole responsibility of BLAST and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

এই প্রকাশনাটি ইউরোপিয়ন ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় প্রকাশিত হয়েছে। এখানে প্রকাশিত সকল মতামত ব্লাস্টের নিজস্ব এবং কোনভাবেই তা ইউরোপিয়ন ইউনিয়নের মতামতের প্রতিফলন হিসেবে বিবেচিত হবে না।

জি ডি কী?

ইংরেজি শব্দ General Diary এর সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে GD (জিডি)। বাংলায় একে বলা হয় সাধারণ ডায়েরি। যে পদ্ধতিতে আপনি আপনার বা আপনার সম্পদের বা আপনার আপনজনের সম্ভাব্য কোন ক্ষতি থানা কর্তৃপক্ষকে অগ্রিমভাবে জানিয়ে রাখতে পারেন তার নাম জিডি।

এটি আসলে থানায় রক্ষিত অপরাধ ও অন্যান্য সংবাদ বিষয়ক একটি রেজিস্টার। সহজ সরল ভাষায় বলতে গেলে অপরাধ ও অন্যান্য সংবাদ বিষয়ক থানায় রক্ষিত ডায়েরিকে জিডি বলে। আর ২০০ পৃষ্ঠার একটি খাতা বা বইয়ে একটি থানার ২৪ ঘণ্টার যাবতীয় সবকিছু অন্তর্ভূক্ত থাকে। প্রতিদিন সকাল ৮টায় শুরু হয়ে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার সংবাদ রেকর্ড করে পরের দিন সকাল ৮টায় তা বন্ধ করা হয়।

সাধারণ ডায়েরি (জি ডি) কিভাবে করবেন?

কোন ঘটনায় জি ডি করার জন্য লিখিত দরখাস্তের ২টি কপি করে ডিউটি অফিসারের নিকট প্রদান করতে হবে। তারপর ডিউটি অফিসার একটি কপি থানায় জমা রাখবেন এবং অন্য কপিতে জি ডি এন্ট্রি নম্বর ও তারিখ লিখে থানার সিলমোহর দিয়ে আপনাকে ফেরত দেবেন। জি ডি গ্রহণের পর প্রত্যেক জি ডি এন্ট্রির বিষয়টির সত্যতা যাচাইয়ের জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আদেশ প্রদান করেন এবং পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন।

সাধারণ ডায়েরি (জি ডি) করতে হয় কখন?

যখন -

- দুই বা ততোধিক লোকের সংঘর্ষ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে
- কেউ কাউকে কোন প্রকার হুমকি দেয়
- প্রাণনাশের সম্ভাবনা দেখা দেয়
- কোন মূল্যবান কিছু হারিয়ে যায় (যেমন: ভোটার আইডি কার্ড, পাসপোর্ট, ব্যাংকের চেকবুক, সার্টিফিকেট ইত্যাদি)

সাধারণ ডায়েরি (জি ডি)'র গুরুত্ব কী?

জি ডি এন্ট্রির ঘটনাকে সঠিক ভাবে তদন্ত করা হলে, কোন দুর্ঘটনা ঘটার বা ভবিষ্যতে কোন ফৌজদারী অপরাধ সংঘটনের অবকাশ কম থাকে। ব্যস্ততম থানায় জি ডি এন্ট্রির ঘটনা তদন্ত করা সম্ভব না হলে, কোন জি ডি করার পর যদি কোন ফৌজদারী অপরাধ সংঘটিত হয় সেক্ষেত্রে জি ডি এন্ট্রিটি অপরাধীদের অপরাধ প্রমাণে সহায়ক হয়।

এজাহার বা এফ আই আর (প্রাথমিক তথ্য বিবরণী) কী?

কোন আমলযোগ্য অপরাধের শিকার কোন ব্যক্তি বা তার পক্ষে কেউ পুলিশের নিকট লিখিত অভিযোগ দায়েরকে এজাহার বলে। এজাহারে লিখিত অভিযোগের বিস্তারিত তথ্য পুলিশ এফ আই আর বা প্রাথমিক তথ্য বিবরণী রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করে তাই একে এফ আই আর বলে। এটির মাধ্যমে পুলিশ কোন আমলযোগ্য অপরাধের তথ্য

সর্বপ্রথম পেয়ে থাকে। সাধারণতঃ আমলযোগ্য অপরাধের শিকার কোন ব্যক্তি বা তার পক্ষে কেউ পুলিশের নিকট অভিযোগ দায়েরকে এজাহার বা এফ আই আর বোঝায়।

যে কেউই মৌখিকভাবে বা লিখিতভাবে পুলিশের নিকট আমলযোগ্য অপরাধ সংগঠিত হওয়ার তথ্য জানাতে পারে। এমনকি একটি টেলিফোন, ই-মেইল কিংবা ফ্যাক্সবার্তাও একটি এফ আই আর হতে পারে।

এজাহার বা এফ আই আর গুরুত্বপূর্ণ কেন?

ফৌজদারী বিচার প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ হচ্ছে এজাহার বা এফ আই আর। কেবলমাত্র থানায় এজাহার বা এফ আই আর নিবন্ধন হওয়ার পর পুলিশ ফৌজদারী মামলার পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

আপনি কখন এজাহার দায়ের করতে পারেন?

যদি কোন ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট অপরাধ (আমলযোগ্য) সংঘটন হওয়া সম্পর্কে জানেন তিনি এজাহার দাখিল করতে পারবেন। আপনিও এজাহার দাখিল করতে পারবেন যদি -

- আপনার বিরুদ্ধে অপরাধটি সংগঠিত হয়ে থাকে
- আপনি সংগঠিত হওয়া কোন অপরাধ সম্পর্কে জানেন
- আপনি অপরাধটি সংগঠিত হতে দেখেছেন
- আপনি একজন পুলিশ কর্মকর্তা হলে এবং আপনি আমলযোগ্য অপরাধ সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে জেনেছেন।

এজাহার দাখিলের পদ্ধতি কী?

- আপনি কোন আমলযোগ্য অপরাধ সংঘটনের তথ্য মৌখিকভাবে প্রদান করলে পুলিশ অবশ্যই তা লিপিবদ্ধ করবে
- পুলিশ কর্মকর্তা যে তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন তা আপনাকে পড়ে শোনাবেন
- পুলিশ কর্মকর্তা তথ্য লিপিবদ্ধ করার পর তাতে আপনি স্বাক্ষর করবেন
- আপনার দেয়া তথ্য সঠিকভাবে লিখলেই আপনি তাতে স্বাক্ষর দিবেন
- আপনি পড়তে ও লিখতে না পারলে, লিখিত তথ্য শুনার পর বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে টিপসই দিবেন
- যদি পুলিশ আপনাকে অনুলিপি না দেয় তাহলে সবসময় এজাহারের একটি কপি চেয়ে নেবেন। এটা বিনামূল্যে পাওয়া আপনার অধিকার।

এজাহারে কী উল্লেখ করবেন?

- আপনার নাম ও ঠিকানা
- ঘটনার তারিখ, সময় এবং ঘটনাস্থল
- ঘটনার সত্য বর্ণনা
- ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের নাম ও ঠিকানা
- প্রত্যক্ষদর্শীর নাম (যদি থাকে)

এজাহার দায়েরের ক্ষেত্রে আপনি কী কী করবেন নাঃ

- একজন প্রত্যক্ষদর্শী বা অপরাধের শিকার ব্যক্তি হিসেবে কখনো মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করবেন না এবং পুলিশকে ভুল তথ্য দেবেন না। ভুল তথ্য দেওয়ার জন্য বা পুলিশকে ভুলভাবে পরিচালিত করার জন্য আইন অনুযায়ী পুলিশ আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেন [ধারা ২০৩, দণ্ডবিধি]
- কখনও ঘটনাকে অতিরঞ্জিত বা গোপন করবেন না
- কখনও অস্পষ্ট বক্তব্য প্রদান করবেন না।

থানা এজাহার গ্রহণ না করলে আপনি কী করতে পারেন?

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যদি মনে করেন যে অপরাধটি গুরুতর প্রকৃতির নয়, তাহলে তিনি আপনার অভিযোগটি এফ আই আর রেজিস্টারে রেকর্ডভুক্ত নাও করতে পারেন। সেক্ষেত্রে -

- আপনি জেলা পুলিশ সুপার বা অন্যান্য উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের, যেমন- ডি আই জি, অতিরিক্ত আই জি, আই জি-র সাথে দেখা করার জন্য অনুরোধ করতে পারেন এবং আপনার অভিযোগ তাদের নজরে আনতে পারেন
- মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে আপনি অন্যান্য উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের যেমন- উপ-কমিশনার, অতিরিক্ত

কমিশনার বা কমিশনারের সাথে দেখা করার জন্য অনুরোধ করতে পারেন এবং আপনার অভিযোগ তাদের নজরে আনতে পারেন

- আপনি লিখিতভাবে পোস্ট অফিস, ই-মেইল বা ফ্যাক্স-এর মাধ্যমে আপনার অভিযোগ সংশ্লিষ্ট জেলা পুলিশ সুপার/উপ-কমিশনারের নিকট পাঠাতে পারেন। যদি সংশ্লিষ্ট জেলা পুলিশ সুপার/উপ-কমিশনার আপনার অভিযোগের বিষয়ে সন্তুষ্ট হন তাহলে তিনি হয় নিজে মামলাটি তদন্ত করবেন, না হয় তদন্তের জন্য আদেশ প্রদান করবেন
- এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতে আপনি অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন যা নালিশি মামলা হিসেবে গৃহীত হতে পারে
- আপনি বাংলাদেশ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনেও অভিযোগ দায়ের করতে পারেন যদি আইন প্রয়োগে পুলিশ কোন পদক্ষেপ না নেয় অথবা আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে পক্ষপাত ও দুর্নীতির আশ্রয় নেয়
- আপনি সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগেও রীট আবেদন করতে পারেন।